তারিখ 17 APR 2018
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উচ্চশিক্ষা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ

গতানুগতিক বিষয়ে পড়াশোনার বাইরে বর্তমান প্রেক্ষাপটে নতুন নতুন বিষয়ে পড়াশোনা করে ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ আছে। বর্তমানে বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন বিষয়ে অনার্স-মাস্টার্স করাচ্ছে। এসব বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি নিলে সহজেই সুযোগ থাকে ক্যারিয়ার গড়ার। বর্তমানে তেমনি একটি বিষয় হচ্ছে- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিষয়টি । দেশের উন্নয়নে নারী-পুরুষের সমান অবদান থাকা দরকার। আর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটের দিকে তাকালে দেখা যাবে, এ দেশে একটু একটু করে নারী-পুরুষ উভয়ে মিলে দেশটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এত কিছুর পরও এখন পর্যন্ত নারীর অধিকার সঠিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিষয়ে পড়ালেখা করে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং পিছিয়ে পড়া নারীদের সামনে এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে নিজের ভালো অবস্থান গড়ার সুযোগ আছে।

কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য : মূলত অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক সম্পর্কসহ উন্নয়নের প্রতিটি খাতে নারী কীভাবে অবদান রাখছে অথবা সমাজের সব অবস্থানে নারীকে কীভাবে সম্পৃক্ত করা যায়- এই বিষয়গুলোর ওপর জোর দেওয়া হয় এই বিভাগের কার্যক্রমে। এ ছাড়া বিভিন্ন তথ্য ও জরিপ চালনার মাধ্যমে বর্তমান সমাজে নারীর অবস্থান নির্ণয়সাপেক্ষে বৈষম্য দূরীকরণে কার্যকর পন্থা নিরূপণ এবং যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণেও কাজ করে বিভাগের শিক্ষার্থীরা। নারী শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার সঙ্গে সঙ্গে কী করে পুরুষের মানসিক উন্নয়নের মাধ্যমে ত্রুটিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তন করা যায় তার ওপরও গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

শিক্ষা কার্যক্রম এবং ভর্তির যোগ্যতা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০১ সাল থেকে এ বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। যারা একটু ভিন্নধর্মী বিষয় নিয়ে পড়তে চান, তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অন্তর্ভুক্ত এ বিভাগে ভর্তি হতে পারেন। শুরুতে এ বিভাগের নাম ছিল ডিপার্টমেন্ট অব উইমেন স্টাডিজ। বর্তমানে নারী-পুরুষ উভয়ের সম্পর্কের গুরুত্ব দিয়ে এর নামকরণ হয়েছে উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ। সেমিস্টার সিস্টেমে চার বছরের স্নাতক সম্মানে ভর্তির ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার স্বাভাবিক নিয়মেই এবং ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে অংশগ্রহণ করতে হবে। স্নাতকোত্তরের পাশাপাশি এমফিল এবং পিএইচডি করার সুযোগ রয়েছে এই বিভাগে।

কী পড়ানো হয় : উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের পড়াশোনার বিষয়ে রয়েছে বৈচিত্র্য। উইমেন সোসাইটি কালচার, উইমেন এনভায়রনমেন্ট, উইমেন মুভমেন্ট, ফেমিনিস্ট থিউরি, ফেমিনিস্ট কলোনিয়ালিজম বিষয়ে রয়েছে বিস্তর জ্ঞান লাভের সুযোগ। আর আছে জেন্ডার অ্যান্ড কালচার, জেন্ডার সিটিজেনশিপ অ্যান্ড গভর্নমেন্ট, গভর্নমেন্ট পভার্টি অ্যান্ড লিটারেসি প্রভৃতি বিষয়। জ্ঞানের অন্যান্য শাখা যেমন নবিজ্ঞান, পলিটিক্যাল সায়েন্স, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞানও পড়ানো হয় এ বিভাগে। বিদেশে পড়ার সুযোগ : উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ থেকে পাস করে বিদেশে পড়তে যাওয়ার সুযোগও রয়েছে অনেক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ বিভাগে ভালো ফল করতে পারলে নরওয়েতে পড়তে যাওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। এ ছাড়া কানাডা, ইংল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, আয়ারল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ বিষয় নিয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ রয়েছে।

কাজের ক্ষেত্র :কেন পড়ার জন্য উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বেছে নেওয়া? এ প্রশ্নের জবাবে ওই বিভাগের একজন শিক্ষার্থী জানান- ছোটবেলা থেকেই বৈষম্যের শিকার আমি। এই বৈষম্যের গোড়াপত্তন আমার পরিবারেই। অনেক সংগ্রাম করে এতদূর এসেছি। এ বিভাগটি যেন আমার কথাই বলে। এ বিভাগে পড়তে আসার পরই নারী বৈষম্যের দিকগুলো স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে আমার চোখে। কেবল প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রিধারী শিক্ষার্থী নয়, এ বিভাগ আমাকে গড়ে তুলছে সচেতন নাগরিক হিসেবেও। কথাগুলো বলছিলেন একই বিভাগের আরেক শিক্ষার্থী আলী আহসান। এ বিভাগে অধ্যয়নের পর আন্তর্জাতিক সংস্থা, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও, শিক্ষাক্ষেত্রসহ সবখানেই মিলবে কাজের অফুরন্ত সুযোগ।

যোগাযোগ : ডিপার্টমেন্ট অব উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ফোন : +৮৮০-২-৯৬৬১৯০০-(৬৭৭০/৬৭৭৭) ইমেইল : wgs@du.ac.bd